# ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ

## Analyzing Bank Performance

**২**

ব্যাংকিং ব্যবসায়ের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করার অন্যতম মাধ্যম হলো আর্থিক বিবরণী। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ব্যাংক "ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১" অনুসারে আর্থিক বছর শেষে বিভিন্ন বিবরণী তৈরী করে থাকে। ব্যবসায়ের সম্পদ, দায়, ইক্যুইটি,আয়, ব্যয়, নীট লাভ/ক্ষতি, মূলধনের পরিবর্তন ও তারল্যের অবস্থা এসব বিবরণীতে ফুটে ওঠে। ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্র ও আয় বিবরণীর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে যার একটির পরিবর্তন অন্যটিকে প্রভাবিত করে থাকে। ব্যাংকের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা-যাচাইয়ের একটি অন্যতম হাতিয়ার হলো ইক্যুইটির মুনাফার হার। ব্যাংকগুলো ইক্যুইটির মুনাফার হার মডেলের মাধ্যমে ইক্যুইটিকে প্রভাবিত করার উপাদান গুলো চিহ্নিত করে অন্য ব্যাংকের সাথে নিজের কার্যদক্ষতার তুলনা করে থাকে। প্রত্যেক ব্যবসায়ের মত ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সম্পদ সর্বাধিকরণ যা বাজারমুল্যের সর্বোচ্চ করনের সাথে জড়িত। ব্যবস্থাপকরা বিভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে কৌশল অবলম্বন করে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রকে অন্তর্ভূক্ত করে বাজার মূল্যকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে থাকে। আয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ও হিসাববিজ্ঞানের নীতি মালার ব্যত্যয় না ঘটিয়ে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে আর্থিক বিবরণীকে প্রভাবিত করে থাকে।

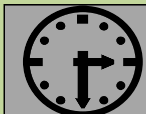

| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ |
|---|---|

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ-২.১ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী
পাঠ-২.২ : উদ্ধৃত্তপত্র ও আয় বিবরণীর মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-২.৩ : ইক্যুইটির মুনাফার হার মডেল
পাঠ-২.৪ : ব্যাংক ইক্যুইটির বাজার মূল্য সর্বোচ্চকরণ
পাঠ-২.৫ : আর্থিক বিবরণীর শঠতা/প্রতারনা

# পাঠ-২.১ বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী

**Financial Statement of Commercial Bank**

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- বাণিজ্যিক ব্যাংক কী কী আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যাংকের উদ্ধৃত্তপত্রে কী কী অন্তর্ভূক্ত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যাংকের লাভ-লোকসান হিসাব নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন; এবং
- ব্যাংকের নগদ প্রবাহ বিবরণী, মূলধন পরিবর্তন সম্পর্কিত বিবরণী ও তারল্য সম্পর্কিত বিবরণীতে কী অন্তর্ভূক্ত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পণ্যদ্রব্য বা সেবা ক্রয় বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে কিন্তু ব্যাংক অর্থের মাধ্যমে লেনদেন করে গ্রাহককে সেবা প্রদানের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত নির্দিষ্ট হিসাবকালের শেষ দিনে আর্থিক অবস্থা প্রদর্শণের জন্য ব্যাংককে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে "ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১(২০১৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) " মেনে চলতে হয়। ব্যাংক কোম্পানি আর্থিক বছর শেষে নিম্নোক্ত বিবরণীগুলো প্রস্তুত করে থাকেঃ

১. উদ্ধৃত্তপত্র (Balance Sheet)
২. লাভ লোকসান হিসাব (Profit and Loss Account)
৩. নগদ প্রবাহ বিবরণী (The Statement of Cash Flaws)
৪. মূলধন পরিবর্তন সম্পর্কিত বিবরণী ( Statement Regarding Change of Capital)
৫. তারল্য সম্পর্কিত বিবরণী (Statement Regarding Liquidity)

**উদ্বৃত্তপত্রের ছক (Form of Balance Sheet)ঃ** ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ৩৮ ধারার ১ম তফসিলে প্রদত্ত ছক অনুসারেই ব্যাংক কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করতে হয়। এই উদ্বৃত্তপত্রের ছকের কোনরূপ পরিবর্তন এবং কোন নির্দিষ্ট দফা বাদ দেয়া আইন বিরুদ্ধ কাজ। নিম্নে উদ্বৃত্তপত্রের ছক দেয়া হলো:

**First Schedule**

(Section-38)

**Balance Sheet Form (After adoption of IAS-30)**

**Balance Sheet**

As at 31 December 20..

| | Note | Current Year (TK.) | Previous Year (TK.) |
|---|---|---|---|
| ***PROPERTY AND ASSETS*** | | | |
| Cash Depostit<br>Balance with own Co. (Including foreign currencies)<br>Balance with Bangladesh Bank and its agent Bank. (Including foreign currencies) | 01 | *** | *** |
| Amount deposit with other banks and financial | 02 | *** | *** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| instiutions<br>In Bangladesh<br>Outside Bangladesh | | | |
| Amount Payable on short time notice/Money at call short Notice | 03 | *** | *** |
| Investment (After deduction of provision)<br>Government<br>Others | 04 | *** | *** |
| Loans and Advances:<br>Loan, Cash Credit, Overdrafts etc. | 05 | *** | *** |
| Bills Purchased & Discounted<br>Less: Accumulated Interest Suspense<br>Less: Accumulated Loan Loss Provission<br>Net Loans & Advances (Including Bills) | 06 | *** | *** |
| Premises and Fixed Assets | 07 | *** | *** |
| Other Assets | 08 | *** | *** |
| Non-banking assets | 09 | *** | *** |
| **Total Assets** | | *** | *** |
| **LIABILITY & CAPITAL** | | | |
| Liabilities: | | | |
| Debts from financial institutions including Bank company and agent | 10 | *** | *** |
| Deposit and other accounts<br>Current Deposit<br>Saving Bank Deposit<br>Fixed Deposit<br>Bearer Ceritificate of Deposit<br>Bills Payable | 11 | *** | *** |
| Other Liabilities | 12 | *** | *** |
| **Total Liabilities** | | *** | *** |
| Capital/Shareholders Equity | | | |
| Paid–up Capital | 13 | *** | *** |
| Statutory Reserve | 14 | *** | *** |
| Other Reserve | 15 | *** | *** |
| Surplus Profit and Loss Account | 16 | *** | *** |
| **Total Shareholders’ Equity** | | *** | *** |
| **Total Liabilities and Shareholders’ Equity** | | *** | *** |

## CONTRA ITEMS

| OFF BALANCE SHEET ITEMS | Note | Current Year(TK.) | previous Year(TK.) |
|---|---|---|---|
| **Contingent liabilities** | 17 | | |
| Acceptances & Endorsements | | *** | *** |
| Letter of Guarantees | | *** | *** |
| Irrevocable Letters of Credits | | *** | *** |
| Bills for Collection Other Contingent Liabilities | | *** | *** |
| Total | | *** | *** |
| **Other Commitments:** | | | |
| Documentary credits and short term trade-related transactions | | *** | *** |
| Forward assets purchased and forward/deposits placed | | *** | *** |
| Undrawn note issuance and revolving underwriting facilities | | *** | *** |
| Undrawn formal standby facilities, credit lines and other commitments | | *** | *** |
| | | *** | *** |
| Total commitments | | *** | *** |
| **Total off-balance sheet item with contingent liabilities** | | *** | *** |

## আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের নির্দেশনা

### Instructions for Preparation of Financial Statements

### A. উদ্বৃত্তপত্র-দফাসমূহের টীকা প্রদানের নির্দেশনা (Instruction notes on balance sheet items)

সম্পদসমূহ

**১. নগদ তহবিল (Cash):**

ক. ব্যাংক কোম্পানির নিজের কাছে রক্ষিত নগদ স্থিতি 'নগদ তহবিল' শিরোনামে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় পৃথকভাবে দেখাতে হবে।

খ. বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এর এজেন্ট ব্যাংকের সাথে রক্ষিত স্থিতি স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় পৃথকভাবে প্রদর্শণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত বিধিবদ্ধ জমা পৃথকভাবে দেখাতে হবে।

**২. অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত অর্থ (Balance with other banks and financial institutions):**

১. অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত অর্থ (১) বাংলাদেশে ও (২) বাংলাদেশের বাইরে এই দুই শ্রেণীতে পৃথকীকৃত হবে এবং তা চলতি হিসাবে বা অন্য কোন আমানত হিসাবে রক্ষিত তা প্রদর্শণ করতে হবে। বিদেশী মুদ্রায় গচ্ছিত অর্থের ক্ষেত্রে মুদ্রাভিত্তিক পরিমাণ ও বিনিময় হার উল্লেখ করতে হবে।

২. অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত স্থিতি গ্রুপিং অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে হবে।

৩. **স্বল্প সময়ের নোটিশে পরিশোধের আহ্বানযোগ্য অর্থ ((Money at call and short notice):** ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান-ওয়ারি স্থিতি ভিন্নভাবে দেখাতে হবে।

৪. **বিনিয়োগ (Investment):**

ক. বিনিয়োগ নিম্নলিখিত খাতে প্রদর্শিত হবেঃ

সরকারি ঋণপত্র (সিকিউরিটি) (Government Securities):

১. ট্রেজারি বিল (Treasury Bills);
২. জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড (National Investment Bond);
৩. বাংলাদেশ ব্যাংক বিল (Bangladesh Bank Bill);
৪. সরকারি নোটস/বন্ড (Government Notes/Bond);
৫. প্রাইজবন্ড (Prize Bond);
৬. অন্যান্য (Other);

খ. পুনঃক্রয় চুক্তির আওতায় বন্ধকীকৃত সিকিউরিটির পরিমাণ পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

**অন্যান্য বিনিয়োগঃ**

১. শেয়ার অগ্রাধিকারমূলক, সাধারণ, বিলম্বিত ও অন্যান্য শ্রেণীর শেয়ার এবং পৃথকভাবে প্রদর্শিত সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধিত-শেয়ার বিনিয়োগ (Shares classified into perference, ordinary, deferred and other classes of shares and showing separately shares fully paid-up and partly paid–up);
২. ডিবেঞ্চার ও বন্ড (Debentures and Bonds);
৩. অন্যান্য বিনিয়োগ (Other Investments);
৪. স্বর্ণ (Gold) ইত্যাদি ।

গ. শেয়ার সিকিউরিটিতে সকল বিনিয়োগ (ডিলিং এবং বিনিয়োগ উভয় ক্ষেত্রে) বছর শেষে পুনঃমূল্যায়ণ করতে হবে। প্রদর্শিত শেয়ারের মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে নির্ধারিত বাজারমূল্যে এবং অপ্রদর্শিত শেয়ারের মূল্য সর্বশেষ নিরীক্ষিত স্থিতিপত্রে উল্লেখিত বুক ভ্যালু মোতাবেক নির্ণয় করতে হবে। বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতির বিপরীতে সংস্থান রাখতে হবে। চলতি ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ পৃথক করে অবশিষ্ট ম্যাচুরিটি গ্রুপিং মোতাবেক বিশ্লেষণ করতে হবে।

৫. **ঋণ ও অগ্রিম (Loans and Advances):**

ক. নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে অবশিষ্ট ম্যাচুরিটি গ্রুপিং অনুযায়ী ঋণ ও অগ্রিম প্রদর্শণ করতে হবেঃ

চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য (Payable on demand);

অনধিক ৩ মাস (Not more than 3 months);

৩ মাসের অধিক কিন্তু অনধিক ১ বছর (Over 3 months but not more than 1 year);

১ বছরের অধিক কিন্তু অনধিক ৫ বছর (Over 1 year but not more than 5 year);

৫ বছরের অধিক (Over 5 years);

খ. ঋণ ও অগ্রিম এর দফা সমূহ; যথা: ঋণ (Loans), নগদ ঋণ (Cash Credit), ওভারড্রাফট (Overdraft), (১) বাংলাদেশে ও (২) বাংলাদেশের বাইরে এ দুই শিরোনামে পৃথক করে প্রদর্শণ করতে হবে।

গ. ঋণ ও অগ্রিমের যে কোন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীভূত অবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে, যেমন-

১. পরিচালকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম;
২. প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য উর্ধ্বতন নির্বাহীদের প্রদত্ত অগ্রিম;
৩. গ্রাহকদের গ্রুপ-ভিত্তিক প্রদত্ত অগ্রিম (ব্যাংকের মোট মূলধনের ১৫% এর অধিক প্রদত্ত ঋণ সুবিধাসমূহের মোট গ্রাহক সংখ্যা ও বকেয়া এবং এর মধ্যে বিরুপভাবে শ্রেণীবিন্যাসিত পরিমাণ ও তা আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি উল্লেখ করতে হবে);
৪. শিল্পভিত্তিক;
৫. ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক।

ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ ও অগ্রিমকে অশ্রেণীকৃত (নিয়মিত), নিম্নমান, সন্দেহজনক ও ক্ষতিজনক শ্রেণীতে প্রদর্শণ করতে হবে।

ঙ. ঋণ ও অগ্রিম নিম্নলিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে বিন্যাস করতে হবে (Loans and Advances should Disclose the following particulars):

১. ভাল বলে বিবেচিত ঋণ যার ব্যাপারে ব্যাংক কোম্পানি পুরোপুরি নিরাপদ ;
২. ভাল বলে বিবেচিত ঋণ যার বিপরীতে ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত জামানত ছাড়া অন্য কোন জামানত নাই;
৩. ভাল বলে বিবেচিত ঋণ যা ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত জামানত ছাড়াও এক বা একাধিক গ্রাহকের ব্যক্তিগত দায় দ্বারা নিরাপদ;
৪. এমন শ্রেণীকৃত ঋণ যার জন্য সংস্থান রাখা হয় নাই;
৫. ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক, অথবা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অথবা যে কারো দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে পৃথকভাবে অথবা যৌথভাবে গৃহীত কর্জ;
৬. কোন কোম্পানি অথবা ফার্ম যাতে ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক, অংশীদার, ব্যবস্থাপনা এজেন্ট হিসেবে অথবা প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে সদস্য হিসেবে স্বার্থ জড়িত, তাদের ঋণ;
৭. সংশ্লিষ্ট বছরের যে কোন সময়ে ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক, ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তাগণকে অথবা অন্য কারো সঙ্গে পৃথক বা যৌথভাবে তাদের যে কাউকে প্রদত্ত সাময়িক অগ্রিমসহ প্রদত্ত সর্বোচ্চ অগ্রিমের পরিমাণ;
৮. সংশ্লিষ্ট বছরের যে কোন সময়ে যে সকল কোম্পানি অথবা ফার্ম যাতে ব্যাংক কোম্পানির কোন পরিচালকের অংশীদার, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি হিসাবে অথবা প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে সদস্য হিসাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সাময়িক অগ্রিমসহ প্রদত্ত সর্বোচ্চ অগ্রিমের পরিমাণ;
৯. বিভিন্ন ব্যাংক কোম্পানি হতে প্রাপ্য অর্থ;
১০. সুদ/লাভ আরোপিত হয় নাই এরূপ শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করতে হবে;
ক. সংস্থানের হ্রাস/বৃদ্ধি, অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ এবং ইতোপূর্বে অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ;
খ. স্থিতিপত্র প্রণয়নের তারিখে মন্দ/ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত সংস্থানের পরিমাণ;
গ. স্থগিত হিসাবে আরোপযোগ্য সুদের পরিমাণ;

১১. অবলোপিত ঋণের ক্রমপুঞ্জীভূত এবং চলতি বছরে অবলোপিত ঋণের পরিমাণ পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। অবলোপিত ঋণ যা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে তার পরিমাণও উল্লেখ করতে হবে।

৬. **বাট্টাকৃত ও ক্রীত বিল (Bills discounted and purchased):**

ক. বাট্টাকৃত ও ক্রীত বিলে সরকারি ট্রেজারি বিল অন্তর্ভূক্ত হবে না। এ সকল বিল (১) বাংলাদেশে ও (২) বাংলাদেশের বাইরে প্রদেয় শিরোনামে পৃথকভাবে প্রদর্শণ করতে হবে।

খ. বাট্টাকৃত ও ক্রীত বিল অবশিষ্ট ম্যাচুরিটি গ্রুপিং অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে: অনধিক ০১ মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয়;

০১ মাসের বেশি তবে ০৬ মাসের কম সময়ের মধ্যে প্রদেয়;

০৩ মাসের বেশি তবে ০৬ মাসের কম সময়ের মধ্যে প্রদেয়;

০৬ মাসের সমান বা তার বেশি সময়ে প্রদেয় ।

৭. **ভূমি, ইমারত, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামসহ স্থায়ী সম্পদ (Premises including fixed assets):**

ক. কোন অঙ্গন আংশিক বা পূর্ণত ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক ব্যবসায় কাজে ব্যবহৃত হলে "অঙ্গনসহ স্থায়ী সম্পদ (পুঞ্জীভুত অবচয় বাদে)" শিরোনামে তা প্রদর্শণ করতে হবে। স্থায়ী মূলধন ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল খরচ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট খরচ প্রদর্শণ করতে হবে। স্থায়ী মূলধন ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল খরচ এবং তার সাথে বছরের যে কোন সময় যুক্ত বা তা হতে বাদকৃত খরচসহ মোট অবলোপিত অবচয় অথবা মূলধন হ্রাস বা সম্পদ পুন:মূল্যায়ানের ওপর যে ক্ষেত্রে কোন অর্থ অবলোপিত হয়েছে তা বিবৃত করতে হবে। মূল্যহ্রাস বা পুন:মূল্যায়ন পরবর্তী প্রথম স্থিতিপত্রসহ পরবর্তী প্রতিটি স্থিতিপত্রে তারিখ ও হ্রাসকৃত অর্থের পরিমাণসহ হ্রাসকৃত স্থিতি প্রদর্শণ করতে হবে। আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সম্পদ যার মেয়াদ পূর্ণ এবং অবলোপিত হয়ে গেছে স্থিতিপত্রে তা প্রদর্শণের আবশ্যকতা নাই তবে ব্যবহার মূল্য রয়েছে এমন অবলোপিত সম্পদের বাজার মূল্য টীকায় উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্পত্তি মূল্যায়নের ভিত্তি ও অবচয় সম্পর্কিত ফলাফলের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে।

খ. ব্যাংকের নিজস্ব প্রয়োজনে বা ব্যাংক ব্যবসায়ে ব্যবহৃত নহে এমন সম্পদের/আংশিক ব্যবহৃত সম্পদের অবশিষ্ট অংশের বিবরণী এবং এরূপ সম্পদ হতে উদ্ভুত আয়ের খাতওয়ারি পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

৮. **অন্যান্য সম্পদ (Other assets):**

ক. অন্যান্য সম্পদ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে দেখাতে হবে:

১. সাবসিডিয়ারি কোম্পানির শেয়ার বিনিয়োগ (বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে) [Investment in shares of subsidiary companiess (In Bangladesh and out side Bangladesh.)];

২. মজুত মনিহারী, স্ট্যাম্প ও মুদ্রণ সামগ্রী ইত্যাদি (Stock of stationery, stamp & printing etc.);

৩. অগ্রিম ভাড়া ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি (Advance rent and advertisment etc.);

৪. বিনিয়োগের ওপর ধার্যকৃত সুদ, যা সংগৃহীত হয় নাই এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের কমিশন দালালি ও অন্যান্য প্রাপ্য আয় (Interest accrued on investment but not collected, commission on and brokerage on shares and other income receivable);

৫. সিকিউরিটি ডিপোজিট (Security Deposits);

৬. প্রাথমিক ব্যয়, গঠনিক ও সাংগঠনিক ব্যয়, নবায়ন ও উন্নয়ন খরচ এবং অগ্রিম প্রদত্ত ব্যয় (Preliminary, formation and organization expenses renovation and development expense and prepaid expenses);

৭. শাখা সমন্বয় (Branch Abjustment);

৮. স্থগিত হিসাব ( Suspense Account);

৯. রৌপ্য (Silver);

১০. অন্যান্য (Others)

ক. অন্যান্য সম্পদকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রেণীকরণ করে দেখাতে হবে।

খ. অন্যান্য সম্পদের মধ্যে আয় উপার্জনে সক্ষম সম্পদে পৃথক করে দেখাতে হবে।

**৯. অ-ব্যাংকিং সম্পদ (Non-banking assets):** দাবি/প্রাপ্য পরিশোধের সূত্রে অর্জিত সম্পদ এর অন্তর্ভূক্ত হবে এবং এর ধারণকাল পৃথক করে দেখাতে হবে। প্রদর্শিত মূল্য বাজার মূল্যের অধিক হবে না। অ-ব্যাংকিং সম্পদসমূহের মধ্যে আয় উপার্জনে অক্ষম সম্পদকে পৃথক করে দেখাতে হবে।

## দায় ও মূলধন (Liabilities and Capital

**১০. অন্যান্য ব্যাংক কোম্পানিসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এজেন্ট হতে গৃহীত কর্জ (Borrowings from other banks including financial institutions and agents):** অন্যান্য ব্যাংক কোম্পানিসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এজেন্ট হতে গৃহীত কর্জ নিম্নোক্তভাবে পৃথক করে প্রদর্শন করতে হবে:

ক. (১) বাংলাদেশ ও (২) বাংলাদেশের বাইরে;
খ. (১) জামানতযুক্ত (জামানতের প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক) ও জামানতবিহীন কর্জ;
গ. (১) চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য ও (Payable on demand) (২) অন্যান্য (মেয়াদি অনুযায়ী মেয়াদ পূর্তির তারিখ এবং বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সময়ভিত্তিক) [Other with agreed maturity dates or periods of notice, by residual maturity]

**১১. আমানত ও অন্যান্য হিসাব (Deposits and other accounts):** আমানতসমূহের অন্যান্য আমানত ও ব্যাংক বহির্ভূত আমানত পৃথকভাবে প্রদর্শণ করে নিম্নোক্তভাবে অবশিষ্ট গ্রুপিং অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে হবে:

চাহিবা মাত্র পরিশোধ্য (Payable on demand)

০১ মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয় (Payable within 1 month);

০১ মাসের বেশি তবে ০৬ মাসের কম সময়ের মধ্যে প্রদেয় (Payable over 1 month but not more than 6 months);

০৬ মাসের বেশি তবে ১ বছরের কম সময়ের মধ্যে প্রদেয় (Payable over 6 month but not more than 1 year);

০১ বছরের বেশি তবে ৫ বছরের মধ্যে প্রদেয় (Payable over 1 year but not more than 5 years);

০৫ বছরের বেশি তবে ১০ বছরের মধ্যে প্রদেয় (Payable over 5 year but not more than 10 years);

ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত ১০ বৎসর ও তদূর্ধ্ব সময় যাবৎ অদাবিকৃত আমানত পৃথকভাবে দেখাতে হবে।

**১২. অন্যান্য দায় (Others Liabilities):** এই শিরোনামে ঋণের জন্য সংস্থান ও স্থগিত সুদ হিসাবে পুঞ্জিভূত স্থিতি, মন্দ বিনিয়োগজনিত সংস্থান, অন্যান্য সংস্থান পেনশন ও বিমা তহবিল, অদাবিকৃত লভ্যাংশ, প্রদত্ত অগ্রিম এবং অনুদঘাটিত বাট্টা, সহায়ক কোম্পানিতে দায়, আয়কর সংস্থান এবং অন্যান্য দায় ইত্যাদি দফাসমূহ অন্তর্ভূক্ত হবে।

ক. ঋণের জন্য সংস্থান: বিরূপ শ্রেণীকৃত ঋণের জন্য রক্ষিত বিশেষ সংস্থান ও অশ্রেণীকৃত ঋণের জন্য রক্ষিত সাধারণ সংস্থান সমন্বয়ে ঋণের জন্য সংস্থান গঠিত হবে।

(১) শ্রেণীকৃত ঋণের জন্য বিশেষ সংস্থানের গতিধারা নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক প্রদশৃন করতে হবে:

| বিবরণ | Tk. |
|---|---|
| প্রারম্ভিক স্থিতি (Provission held at the beginning of the year) | *** |
| পূর্ণ সংস্থানকৃত অবলোপিত ঋণ (Fully provided debts written off) (-) | *** |
| পূর্বে অবলোপিত ঋণ হতে আদায় (Recoveries of amount previously written off) (+) | *** |
| চলতি বছরের জন্য রক্ষিত বিশেষ সংস্থান (Specific provision for the year) (+) | *** |
| আদায় এবং আর প্রয়োজন নাই এমন সংস্থান (Recoveries and provisions no longer required) (-) | *** |
| লাভ-ক্ষতি হিসাবে নীট চার্জ (Net charges to profit & Loss Account) (-) | *** |
| বৎসরান্তে রক্ষিত সংস্থান (**Provisions held at the end of the year)** | *** |

Note: Any short fall of the year end provision from the required provision calculated on classified loans as per Bangladesh Bank's BCD/BRPD circular no 34/89.20/94 and 1295 and other related circulars and letters should be disclosed.

(১) অশ্রেণীকৃত ঋণের জন্য রক্ষিত সাধারণ সঞ্চিতির হ্রাস-বৃদ্ধি পৃথকভাবে প্রদর্শণ করতে হবে।

খ. স্থগিত সুদ হিসাব (Suspended interest accounts): স্থগিত সুদ হিসাব নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক প্রদর্শণ করতে হবে:

| বিবরণ | Tk. |
|---|---|
| বছরের প্রারম্ভিক স্থিতি (Balance at the beginning of the year) | *** |
| সংশ্লিষ্ট বছরে "স্থগিত সুদ" হিসাবে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ (Amount transferred to 'Interest suspense' Account during the year) (+) | *** |
| সংশ্লিষ্ট বছরে আদায়কৃত স্থগিত সুদের পরিমাণ (Amount recovered from 'Interest suspense' Account during the year) (-) | *** |
| সংশ্লিষ্ট বছরে অবলোপিত স্থগিত সুদের পরিমাণ ( Amount written of during the year) (-) | *** |
| বছর শেষে স্থিতি (Balance at the end off the year) | *** |

দ্রষ্টব্য: স্থগিত সুদ বলতে শ্রেণীকৃত ঋণ ও অগ্রিমের ওপর আরোপিত অনাদায়ী সুদ বুঝাবে।

## ১৩. পরিশোধিত মূলধন (Paid–up Capital):

১. মূলধনের টীকায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবৃত হবে:
ক. বিভিন্ন শ্রেণির মূলধন, যদি থাকে, পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হব। নগদ পরিশোধ ব্যতিরেকে কোন চুক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ পরিশোধিতরূপে ইস্যুকৃত শেয়ার থাকলে পৃথকভাবে দেখাতে হবে।
খ. অভিন্ন হলে বিলিকৃত, প্রতিশ্রুত ও আহ্বানকৃত মূলধনের পরিমাণ একই দফা হিসাবে প্রদর্শণ করা যেতে পারে। যেমন: বিলিকৃত ও প্রতিশ্রুত মূলধন... ... ...টি শেয়ার, প্রতিটি... ... ...টাকা হিসাবে পরিশোধিত।
গ. বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত ব্যাংক কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এ ১৩(৩)নং ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সম্পদ মূলধন হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

২. বাংলাদেশ ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা সম্পর্কিত নির্দেশনা মোতাবেক স্থায়ী মূলধন ও সম্পূরক মূলধন বিভাজনপূর্বক মূলধন উদ্বৃত্ত/ঘাটতি টিকায় উল্লেখ করতে হবে।

**১৪. বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি (Statutory Reserve):** ব্যাংক কোম্পনি আইন ১৯৯১ এর (২৪ ধারা মোতাবেক) গতিধারা পৃথকভাবে প্রদর্শণ করতে হবে।

## ১৫. অন্যান্য সঞ্চিতি (Other reserve):

ক. প্রতিটি সঞ্চিতি হিসাবের গতিধারা পৃথকভাবে প্রদর্শিত হবে।

খ. যে কোন ধরনের মূলধন সঞ্চিতি ও পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি পৃথকভাবে দেখাতে হবে।

**১৬. লাভ-ক্ষতি হিসাব উদ্বৃত্ত (Surplus profit and loss account):** হ্রাস-বৃদ্ধি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শণ করতে হবে।

## ১৭. কন্টিঞ্জেন্ট দায় ও প্রতিশ্রুতিসমূহ (Contingent liabilities and commitments):

ক. ইহা নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রদর্শিত হবে:

ব্যাংক কোম্পানির নিকট উথাপিত দাবিসমূহ যা ঋণ হিসাবে স্বীকৃত নহে:

নিম্নোক্তদের অনুকুলে গ্যারান্টি প্রদানের প্রেক্ষিতে ব্যাংক যে অর্থের জন্য ঘটনা-সাপেক্ষে দাযবদ্ধ:

-পরিচালকবৃন্দ (Directors);

-সরকার (Government);

-ব্যাংক এবং অন্যান্য অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান (Bank and other financial institutions);

-অন্যান্য (Other);

খ. প্রতিশ্রতিসমূহ নিম্নোক্তভাবে পৃথকীকরণ করতে হবে:

১. ডকুমেন্টারি ক্রেডিট ও স্বল্পমেয়াদি ব্যবসা সম্পর্কিত লেনদেন (Documentary credit and short term business related transaction);

২. ফরওয়ার্ড অ্যাসেট পারচেজ এবং ফরওয়ার্ড ডিপোজিট (Forward assets purchase and forward deposit);

৩. অনঙ্কিত আনুষ্ঠানিক চলতি সুবিধাদি, ঋণ সুবিধা ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতিসমূহ:

১ বছরের নিম্ন
২ বছর বা তদূর্ধ্ব

৪. স্পট এবং ফরওয়ার্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট কন্ট্রাক্ট (Spot and forward foreign exchange rate contract):

৫. অন্যান এক্সচেঞ্জ কন্ট্রাক্ট (Other exchange contract)।

দ্রষ্টব্য: বইতে প্রদর্শিত হয় নাই এরূপ অপ্রদর্শিত দায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং এবং উক্ত দায় এর বিপরীতে রক্ষিত সংস্থান টাকার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে

**লাভ-ক্ষতি হিসাবের ছক (Form of Profit and Loss Accounts)ঃ**

**First Sehedule**
(Section-38)
**Profit and Loss Account**
For the year ended as on ----------20-------

| **Income and Expenditure** | Note | Current Year (Tk.) | Previous Year (Tk.) |
|---|---|---|---|
| Interest income | 18 | *** | *** |
| Interest paid on deposit and borrowings etc. | 19 | *** | *** |
| **Net interest income** | | ******* | ******* |
| Investment income | 20 | *** | *** |
| Commission, exchange and brokerage | 21 | *** | *** |
| Other operaing income | 22 | *** | *** |
| **Total operating income** | | ******* | ******* |
| Salary and allowances | | *** | *** |
| Managing Director's or Chief Executive's Salary | | *** | *** |
| Directors'fee | 23 | *** | *** |
| Rent, Tax insurance, lighting etc. | | *** | *** |
| Legal expenses | | *** | *** |
| Postage,stamp, telegram, telephone etc. | | *** | *** |
| Auditors Fee | | *** | *** |
| Stationery, printing advertistment etc. | | *** | *** |
| Depreciation and repair of fixed assets. | | *** | *** |
| Loan loss written off | | *** | *** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Other expenses | | *** | *** |
| **Total operating expenses** | | *** | *** |
| Profit before provision against classifed assets | | *** | *** |
| Provision for bad and doubtful debts | 24 | *** | *** |
| Provision for diminution in value of investments | 25 | *** | *** |
| Other provisions | 26 | *** | *** |
| **Total provisions** | | *** | *** |
| Total profit before income taxes | | *** | *** |
| Provision for Taxation | | *** | *** |
| **Net profit (loss) after taxation** | 27 | *** | *** |
| **Appropriations:** | | *** | *** |
| Statutory reserve | | *** | *** |
| General reserve | | *** | *** |
| Dividends | | *** | *** |
| **Retained Profit (Loss) for the year** | | *** | *** |
| **Earning Per Share (EPS)** | | *** | *** |

## ১৮. লাভ-ক্ষতি হিসাবের বিভিন্ন দফা সংক্রান্ত টীকা প্রদানের নির্দেশনা (Instructions on notes to profit & loss account items):

### আয়

সুদ, বাট্টা ও অনুরুপ আয় (Incomes);

লভ্যাংশ আয় (Dividend income);

ফি, কমিশন ও দালালি বাবদ আয় (Fees, commission & similar income);

প্রাপ্তি বাদ সিকিউরিটিজ পরিচালনা হতে ক্ষতি ( Receipts Less operating loss of securities);

প্রাপ্তি বাদ সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ হতে ক্ষতি (Receipts Less Loss of investment in securities);

প্রাপ্তি বাদ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা হতে ক্ষতি (Receipts Less Loss on exchange of foreign currencies);

ব্যাংক ব্যবসা ব্যবহৃত নহে এরূপ সম্পদ হতে প্রাপ্ত আয় (Income received from non-banking operating asset);

অন্যান্য পরিচালন আয় (Others operating income);

সুদের হার পরিবর্তনজনিত লাভ বাদ ক্ষতি (Income for change in interest rate Less loss)।

## ব্যয়

আমানত, ফি, কমিশন ইত্যাদি সম্পর্কিত ব্যয় (Expenses related to deposits, fees commission etc.);

ঋণ ক্ষতিজনিত খরচ (Expenses related to loan loss);

প্রশাসনিক ব্যয় (Administrative expenses);

অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (Other operating expense);

ব্যাংক কোম্পানির সম্পত্তির মূল্য হ্রাসজনিত খরচ (Expenses for diminution in value of iniestments of bank company)।

**১৯. সুদ আয় (Interest income):** সুদ আয়ের প্রধান উৎসমূহ যেমন: গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণ ও অগ্রিম হতে, অন্যান্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত অর্থ হতে, অন্যান্য বিদেশী ব্যাংকের সাথে রক্ষিত হিসাব হতে সুদ আয় প্রকাশ করতে হবে।

**২০.আমানত ও কর্জ ইত্যাদির ওপর পরিশোধিত সুদ [Interest paid (expenses) on deposits and borrowings etc.]:** আমানতের ওপর প্রদত্ত সুদ, কর্জের ওপর প্রদত্ত সুদ এবং বিদেশী ব্যাংক হিসাবে প্রদত্ত সুদ ইত্যাদি শিরোনামে সুদ ব্যয় প্রদর্শণ করতে হবে।

**২১. বিনিয়োগ হতে আয় (Investment income):** বিল, ট্রেজারিবিল, নোটস, বন্ড, শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতির ওপর অর্জিত সুদ/মুনাফা এই শিরোনামে প্রদর্শিত হবে।

**২২.কমিশন, বিনিময় ও দালালি (Commission, exchange and brokerage):** কমিশন, বিনিময় ও দালালি পৃথকভাবে প্রদর্শণ করতে হবে।

**২৩.অন্যান্য পরিচালন আয় (Other operating income):** অন্যান্য পরিচালন আয় দফাওয়ারি প্রদর্শণ করতে হবে।

**২৪. পরিচালকদের ফি (Directors’ fees):** এর অন্তর্ভূক্ত হবে।

ক. পরিচালনা পর্ষদ সভায় অংশগ্রহনের জন্য প্রদত্ত মোট ফি (ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ফি’র হার উল্লেখ হতে হবে);

খ. অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি [ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ -এর ১৮(১) ধারা মোতাবেক পরিচালকগণকে ফি ব্যতীত প্রদত্ত অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি]।

**২৫.মন্দ ও সন্দেহজনিত (Provission for bad and doubtful debts):** এর অন্তর্ভূক্ত হবে।

ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক বিরূপ শ্রেণীকৃত ঋণ ও অগ্রিমের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট হিসাব বছরে রক্ষিত সংস্থান;

খ. অশ্রেণকৃিত ঋণের বিপরীত সংস্থান।

**২৬. বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসজনিত সংস্থান (Provision for Diminution in value of Investments);** নিম্নোক্ত বিভাজন অনুযায়ী বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসজনিত সংস্থান দেখাতে হবে:

ক. ডিলিং সিকিউরিটি (Dealing securities);

-কোটেড (Quoted);

-আনকোটেড (Unquoted);

খ. ইনভেষ্টমেন্ট সিকিউরিটি (Investment securities)

-কোটেড (Quoted);

-আনকোটেড (Unquoted);

**২৭. অন্যান্য সংস্থান (Other Provision):** শ্রেণীকৃত অন্যান্য সম্পদ প্রভৃতির জন্য রক্ষিত সংস্থানের বিবরণ দিতে হবে।

**২৮. বন্টন (Appropriations):** বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত ব্যাংক কোম্পানির ক্ষেত্রে মুনাফার বন্টন প্রচলিত রীতি অনুসরণপূর্বক বিভাজনসহ প্রদর্শণ করতে হবে।

## নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement):

**Cash Flow Statement (নগদ প্রবাহ বিবরণী)**

For the year ended as on ----------20-------

| | Note | Current Year (Tk.) | Previous Year (Tk.) |
|---|---|---|---|
| **Cash Flows from operating activities:** | | | |
| Interest and commission received in cash | | *** | *** |
| Interest payments | | *** | *** |
| Receipts from other operating activitics | | *** | *** |
| Cash payments to employees | | *** | *** |
| Cash payments to suppliers | | *** | *** |
| Payments for other operating activities | | *** | *** |
| **Operating profit before changes in operating assets and liabilities** | A | *** | *** |
| **(Increase)/decrease in operating assets** | | | |
| Treasury bills | | *** | *** |
| Deposit held for regulatory or monetary control purposes | | *** | *** |
| Funds advances to customers | | *** | *** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Other short-term deposit | | ** | *** |
| Increase/(decrease) in operating liabilities<br>Deposit from customers<br>Certificates of deposit | | <br>***<br>*** | <br>***<br>*** |
| Net cash from operating activities before income tax<br>Income taxes paid | | ***<br>*** | ***<br>*** |
| **Net cash from operating activities** | | ******* | ******* |
| Cash flows from investing activities:<br>Dividends received<br>Interest received<br>Proceeds from sale of securities | | <br>***<br>***<br>*** | <br>***<br>***<br>*** |
| Purchase of securities<br>Purchase of Property, Plant & equipment<br>Net cash from investing activities<br>Cash flows from financing activities<br>Increase/(Decrease) of long-term borrowings<br>Net increase in other borrowings<br>Dividends paid | | ***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>*** | ***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>*** |
| **Net cash form financing activities**<br>**Net increse in cash and cash equivalents**<br>**Cash and cash equivalents at beginning of period**<br>**Cash and cash equivalents at end of period** | | ******* | ******* |

| **Note A : Reconciliation** | Current Year (Tk.) | Previous Year (Tk.) |
|---|---|---|
| Profit before income tax | *** | *** |
| Less: Investment income | *** | *** |
| Profit on sale of properly, plants & epuipments | *** | *** |
| Bad debts recovered | *** | *** |
| Add: Depreciation | *** | *** |
| Bad debt provision and amounts written off | *** | *** |
| Provision for diminution in value of invesments | *** | *** |
| Note B: Cash and cash epuipments at end of period | *** | *** |
| Cash and shor-term funds | *** | *** |
| Government of Bangladesh Treasury bills | *** | *** |

## মূলধন পরিবর্তন সম্পর্কিত বিবরণী (Statement of Changes in Equity):

### STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the year ended ----------20-------

| | **Paid-up Capital** | **Statutory Reserve** | **General Reserve** | **Profit and loss** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance at 1 January 20.... | *** | *** | *** | *** | *** |
| Changes in accounting policy | *** | *** | *** | *** | *** |
| Restated balance | *** | *** | *** | *** | *** |
| Surplus/deficit on revaluation of properties | *** | *** | *** | *** | *** |
| Deficit/surplus on revaluation of investments | *** | *** | *** | *** | *** |
| Currency translation differences | *** | *** | *** | *** | *** |
| Net gains and losses not recognized in the income statment | *** | *** | *** | *** | *** |
| Net profit for the period | *** | *** | *** | *** | *** |
| Dividends | *** | *** | *** | *** | *** |
| Issue of share capital | *** | *** | *** | *** | *** |
| Balance at 31 December 20.... | *** | *** | *** | *** | *** |

**সারসংক্ষেপ :**

অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকেও নির্দিষ্ট হিসাবকালের শেষ দিনে আর্থিক অবস্থা প্রদর্শণের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো যেহেতু “ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১” দ্বারা পরিচালিত হয় তাই আর্থিক বছর শেষে ব্যাংকগুলোকে উদ্ধৃত্তপত্র, লাভ লোকসান হিসাব, নগদ প্রবাহ বিবরণী, মূলধন পরিবর্তন সম্পর্কিত বিবরণী ও তারল্য সম্পর্কিত বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। উদ্ধৃত্তপত্রে ব্যাংকের সম্পদ, দায় ও ইক্যুইটির অবস্থা প্রদর্শণ করতে হয়। লাভ লোকসান হিসাবে আয়, ব্যয় ও নীট লাভ (ক্ষতি) দেখানো হয়। নগদ প্রবাহ বিবরণীতে ব্যাংকের আন্তঃপ্রবাহ, বহিঃপ্রবাহ ও নগদের উদ্ধৃত্ত দেখানো হয়। মূলধন পরিবর্তন সম্পর্কিত বিবরণীতে প্রারম্ভিক, অতিরিক্ত মূলধন, লভ্যাংশ ও সমাপনী মূলধন প্রদর্শণ করা হয়। তারল্য সম্পর্কিত বিবরণীতে ব্যাংকের তারল্যের সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরা হয়।

## পাঠ-২.২ উদ্ধৃত্তপত্র ও আয় বিবরণীর মধ্যে সম্পর্ক
## Relationship Between Balance Sheet and Income Statement

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- উদ্ধৃত্তপত্র ও আয় বিবরণীর মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ তা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- উদ্ধৃত্তপত্র ও আয় বিবরণীর কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

একটি ব্যাংকের উদ্ধৃত্তপত্র এবং আয় বিবরণী পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সম্পদ ও দায়ের গঠন এবং বিভিন্ন সুদের হারের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে নীট সুদ আয় নির্ণয় করা হয়। ভোক্তা ও বাণিজ্যিক গ্রাহকের আমানতের সংমিশ্রণ সেবা প্রদানকে প্রভাবিত করে যা পরবর্তীকালে সুদবহির্ভূত আয় এবং সুদবহির্ভূত খরচের বিস্তারকে প্রভাবিত করে। ব্যাংক বহির্ভূত অধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের মালিকানা ফি আয়কে বৃদ্ধি করে, কিন্তু প্রায়শই সুদ বহির্ভূত খরচকে বাড়িয়ে দেয়। এখন আমরা পরস্পর সম্পর্কিত বিয়য়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

Ai = i তম সম্পদের টাকার বিস্তার।

L j = j তম দায়ের টাকার বিস্তার।

NW = শেয়ার হোল্ডারদের ইক্যুইটি টাকার বিস্তার।

Yi = i তম সম্পদের গড় করপূর্ব হার।

Cj = j তম দায়ের গড় সুদের খরচ

n = সম্পদ সমূহের সংখ্যা ।

m = দায় সমূহের সংখ্যা।

**উদ্বৃত্তপত্র নিম্নের সমীকরণে দেয়া হলঃ**

$\sum_{i=1}^{n}$ Ai = $\sum_{i=1}^{m}$ Lj+NW --------(১)

প্রত্যেক সম্পদ হতে অর্জিত সুদের আয় সমান গড় আয়ের Yi হার * গড় বিনিয়োগ (Ai) এইভাবে,

সুদের আয় = $\sum_{i=1}^{n}$ Yi *Ai ------ (২)

একইভাবে প্রত্যেক দায় হতে প্রদেয় সুদের খরচ সমান গড় সুদের খরচ (Cj)* বিভিন্ন উৎস হতে ধার করা অর্থের গড় (Lj), সুতরাং

সুদের খরচ = $\sum_{i=1}^{m}$ Cj * Lj --------(৩)

নীট সুদ আয় হবেঃ

$$NII = \sum_{i=1}^{n} Yi * Ai - \sum_{i=1}^{m} Cj * Lj \text{-------(৪)}$$

নীট সুদ আয়ের এই সমীকরণ নির্দেশ করে কোন উপাদানগুলো নীট সুদ আয়কে সময়ের সাথে পরিবর্তিত করে বা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে পাথর্ক্য সৃষ্টি করে। প্রথমত, নীট সুদ আয় সম্পদ এবং দায়ের গঠন কিংবা আকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। সমীকরন ৪ অনুযায়ী পোর্টফোলিও এর গঠন পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজ নিজ সম্পদ এবং দায় সমূহের বিস্তারের পরিবর্তন হয়। এটি নীট সুদ আয়কে পরিবর্তন করে কারণ প্রত্যেকটি Ai বা Lj কে বিভিন্ন সুদের হার দ্বারা গুণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, যদি ও পোর্টফোলিও এর গঠন অপরিবর্তিত থাকে, সম্পদ হতে গড় অর্জিত সুদ এবং দায় হতে গড় প্রদেয় সুদ বাড়তে বা কমতে পারে সুদের হার পরিবর্তনের কারণে এবং বিভিন্ন সিকিউরিটিজের মেয়াদ বাড়া বা কমার কারণে।

বিশ্লেষকরা, সাধারনত খুচরা(Retail) এবং পাইকারী(Wholesale) ব্যাংকের পার্থক্য করে থাকে অভীষ্ট গ্রাহকের ওপর ভিত্তি করে। প্রত্যেকটি ব্যাংকের একটি ভিন্নধর্মী উদ্ধৃত্তপত্রের গঠন রয়েছে যা ব্যাংকের গ্রাহকদের পছন্দকে প্রতিফলিত করে। খুচরা (Retail) ব্যাংক হল ঐ সমস্ত ব্যাংক যারা ব্যক্তিগত ভোক্তার ব্যাংকিং সম্পর্কের ওপর জোর দেয়।

এইভাবে, ব্যক্তিগত চাহিদা, সঞ্চয় এবং মেয়াদী আমানত অধিকাংশ দায় নির্দেশ করে যেখানে ভোক্তার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ যা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত তা ঋণ পোর্টফোলিওর অধিকাংশ প্রদর্শণ করে। পাইকার (Wholesale) ব্যাংক সাধারনত বাণিজ্যিক গ্রাহক নিয়ে কাজ করে যেখানে গ্রাহকদের আমানত কম থাকে, অধিক দায় ক্রয় করে এবং তারা আনুপাতিক হারে বড় বড় ফার্মগুলোকে ব্যবসায় ঋণ প্রদান করে। পোর্টফোলিও গঠনের এই তারতম্য ফলশ্রতিতে অর্জিত সম্পদের ওপর আয়ের হার (Yi) এবং দায়ের ওপর খরচের (Cj) ভিন্নতর হার প্রদর্শণ করে। সুদ বহির্ভূত আয় খরচ এবং অনাদায়ী ঋণের সঞ্চিতি পরোক্ষভাবে একই উদ্ধৃত্তপত্র গঠনে প্রতিফলিত হয়। একটি ঋণ পোর্টফলিও যত বড় হবে, এককপ্রতি পরিচালন খরচ এবং অনাদায়ী ঋণের সঞ্চিতি তত বড় হবে। যে সব ব্যাংক ভোক্তা ঋণের ওপর জোর দেয় সে সব ব্যাংক অধিক সুদ বহির্ভূত ভোক্তার খরচ দিয়ে পরিচালনা করে। এসব ব্যাংক ভোক্তার আমানতকে আকৃষ্ট এবং ছোট, বহুমুখী প্রদেয় ভোক্তার ঋণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্ধিত শাখাভিত্তিক পদ্ধতি এবং সরঞ্জামে বিনিয়োগ করে। যেসব ব্যাংকের ব্যাংক বহির্ভূত অধীন কোম্পানি আছে তারা অন্য দিকে অনেক ফি আয় করে থাকে। একটি ব্যাংকের নীট আয় এমনিভাবে সম্পদ এবং দায় সমূহের এবং সম্পর্কিত নগদান প্রবাহের বিস্তারের ওপর তারতম্য করে।

$$NI = \sum_{i=1}^{n} Yi * Ai - \sum_{i=1}^{m} Cj * Lj - Burden - PLL + SG - T \text{--------(৫)}$$

লভ্যাংশ প্রদানের পর অতিরিক্ত নীট আয় শেয়ারহোল্ডরদের পুঞ্জিভূত আয়কে বৃদ্ধি করে যা নীট সম্পদ বা মোট ইক্যুইটিকে বৃদ্ধি করে।

**সারসংক্ষেপ :**

ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর মধ্যে উদ্ধৃত্তপত্র ও আয় বিবরণী একে অন্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। উদ্বৃত্তপত্রের বিভিন্ন আইটেম যেমন আয় বিবরণীর ওপর নির্ভরশীল তেমনিভাবে আয় বিবরণীর বিভিন্ন আইটেম উদ্ধৃত্তপত্রের আইটেম নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়। ব্যাংকের জন্য আমানত দায় স্বরূপ আর ঋণ সম্পদ স্বরূপ। আর এ দায় ও সম্পদ থেকে ব্যাংক সুদ আয় ও সুদ খরচ করে থাকে। ব্যাংকের পোর্টফোলিওতে দায় ও সম্পদের পরিবর্তন ব্যাংকের আয় ও ব্যয়কে প্রভাবিত করে যা ব্যাংকের উদ্ধৃত্তপত্র ও আয় বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়।

# পাঠ-২.৩ ইক্যুইটির মুনাফার হার মডেল
## The Return on Equity Model

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- ব্যাংকের ইক্যুইটি মুনাফার হার মডেল বর্ণনা করতে পারবেন ; এবং
- ইক্যুইটির মুনাফার হারের বিভাজন করে ইক্যুইটির মুনাফার হারকে প্রভাবিত করার উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

১৯৭২ সালে ডেভিড কোল অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মদক্ষতা যাচাইয়ের একটি পদ্ধতি চালু করে যা চিত্র ১ এ প্রদর্শিত হয়েছে। এই পদ্ধতি একজন বিশ্লেষককে ব্যাংকের নির্বাচিত ঝুঁকির সাথে ব্যাংকের মুনাফার উৎস এবং বিস্তার মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে। ইক্যুইটির মুনাফা হার মডেল ব্যাংকের মুনাফা এবং কিছু নির্দিষ্ট ঋণ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুদের হার ঝুঁকি, কার্যপরিচালনা ঝুঁকি এবং মূলধন ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে।

চিত্র-১ ঃ ইক্যুইটির মুনাফার হারের বিভাজন: ব্যাংক মুনাফার প্রকৃতি

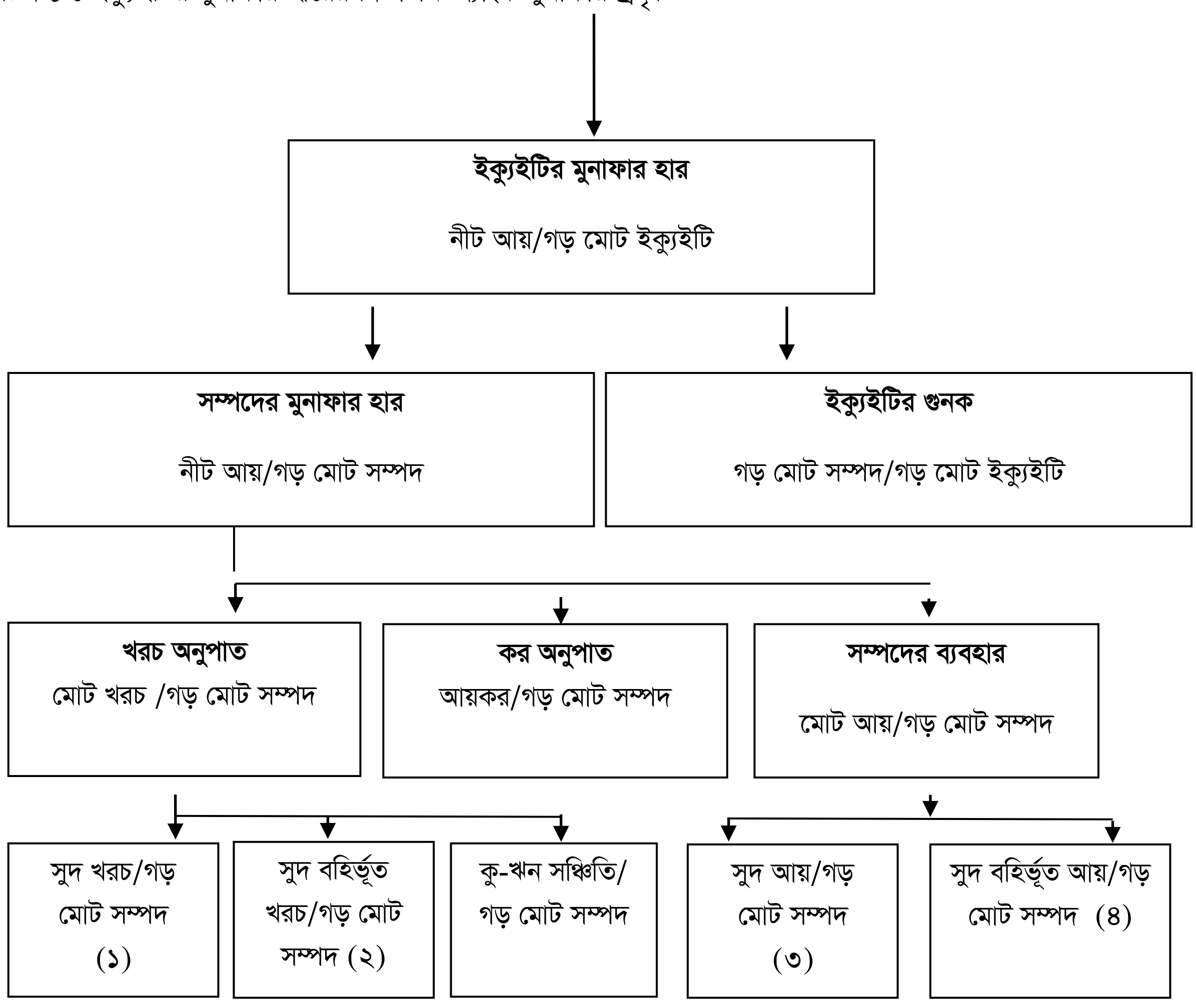

**সুদ খরচ (১)**
**গড় মোট সম্পদ**

- **প্রত্যেক দায়ের খরচ**
  দায়ের সুদ খরচj / দায়ের পরিমানj
- **দায়ের গঠন**
  দায়ের পরিমান/গড় মোট সম্পত্তি
- **সুদযুক্ত দায়ের আকার**
  মোট সুদযুক্ত দায়/ গড় মোট সম্পদ

**সুদ বহির্ভূত খরচ (২)**
**গড় মোট সম্পদ**

- বেতন এবং কর্মচারীদের সুবিধা/ গড় মোট সম্পদ
- পরিব্যাপন খরচ/ গড় মোট সম্পদ
- অন্যান্য খরচ / গড় মোট সম্পদ

**সুদ আয় (৩)**
**গড় মোট সম্পদ**

- **প্রত্যেক সম্পদের আয়ের হার**
  সম্পদের উপর সুদ আয় i / সম্পদের পরিমানi
- **সম্পদের গঠন**
  সম্পদের পরিমানi / গড় মোট সম্পত্তি
- **উপার্জিত সম্পদের আকার**
  মোট উপার্জিত সম্পদ/গড় মোট সম্পদ

**সুদ বহির্ভূত আয় (৪)**
**গড় মোট সম্পদ**

- জিম্মাদারী আয়/গড় মোট সম্পদ
- সার্ভিস চার্জ এবং ফি/ গড় মোট সম্পদ
- অন্যান্য সুদ বহির্ভূত আয় / গড় মোট সম্পদ
- লেনদেনগত আয় / গড় মোট সম্পদ

বিগত বছরের ব্যাংকের কার্যদক্ষতা পরিমাপ করা হয় ইক্যুইটির মুনাফার হার (ROE) অথবা সম্পদের মুনাফার হার (ROA) দ্বারা। যদি সমজাতীয় ব্যাংক থেকে এই পরিমাপগুলো বেশী হয় তবে ব্যাংকের কার্যদক্ষতা ভাল বলে বিবেচনা করা হয়। মুনাফার হার বেশী মানে ব্যাংকটি অবশ্যই অধিক ঝুঁকি নিয়েছে, সম্পদ এবং দায় ভালভাবে মূল্যায়ন করেছে অথবা সমজতীয় ব্যাংক থেকে খরচের সুবিধা পেয়েছে। ইক্যুইটির মুনাফার হারকে নিম্নোক্তভাবে বিভাজিত করা যায়।

$$\text{ROE (ইক্যুইটির মুনাফার হার)} = \frac{\text{নীট আয়}}{\text{গড় মোট ইক্যুইটি}}$$

$$= \frac{\text{নীট আয়}}{\text{গড় মোট সম্পদ}} \times \frac{\text{গড় মোট সম্পদ}}{\text{গড় মোট ইক্যুইটি}}$$

=ROA {সম্পদের মুনাফার হার × EM (ইক্যুইটির) গুনক}

একটি ব্যাংকের ইক্যুইটির গুনক ইক্যুইটির সাথে সম্পদের তুলনা করে। এর মান বেশি মানে প্রচুর ঋণ অর্থায়ন করা হয়েছে শেয়ার হোল্ডার দের ইক্যুইটির চেয়ে।

ডুপন্ট (Dupont) বিশ্লেষেণ করে বহু বছর ধরে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ROA কে বিভাজিত করে থাকে। সম্পদের ওপর আয়ের হারকে (ROA) কে দু'টি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়। ১. আয় সৃজন ক্ষমতা এবং ২. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।

নীট আয় (NI) = মোট আয় (TR)-মোট পরিচালন খরচ (EXP)-কর

মোট আয় বিক্রয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে বিক্রয় ও অন্যান্য আয় যোগ হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সুদ আয়, সুদবহির্ভূত আয় এবং সিকিউরিটিজের লাভ (ক্ষতি) যোগ করে মোট আয় নির্ণীত হয়। মোট পরিচালন খরচ সুদের খরচ, সুদবহির্ভূত খরচ এবং কুঋণ সঞ্চিতি ও ইজারাকে নিয়ে হিসেব করা হয়। উভয় পক্ষকে গড় মোট সম্পদ দিয়ে ভাগ করে ROA কে বিভাজিত করা হয়।

$$ROA = \frac{NI}{a.T.A} = \frac{T.R}{a.T.A} - \frac{EXP}{a.T.A} - \frac{Taxes}{a.T.A}$$

$$= \frac{\text{নীট আয়}}{\text{গড় মোট সম্পদ}} = \frac{\text{মোট আয়}}{\text{গড় মোট সম্পদ}} - \frac{\text{মোট পরিচালন খরচ}}{\text{গড় মোট সম্পদ}} - \frac{\text{কর}}{\text{গড় মোট সম্পদ}}$$

ROA = AU- ER-TAX

= সম্পদের ব্যবহার - খরচ অনুপাত - কর অনুপাত।

সম্পদের ব্যবহার (AU) যত বেশী হবে খরচ এবং কর অনুপাত যত কম হবে, ROA তত বেশী হবে।

খরচ অনুপাত কে আরও বিশদভাবে বিভাজিত করা যায়।

$$ER = \frac{EXP}{aTA} = \frac{IE}{aTA} + \frac{OE}{aTA} + \frac{PLL}{aTA}$$

$$\textbf{খরচ অনুপাত} = \frac{\text{সুদ খরচ}}{\text{গড় মোট সম্পদ}} + \frac{\text{সুদ বহির্ভূত খরচ}}{\text{গড় মোট সম্পদ}} + \frac{\text{কুঋণ সঞ্চিতি}}{\text{গড় মোট সম্পদ}}$$

খরচ অনুপাত = সুদ খরচ অনুপাত + সুদ বহির্ভূত খরচ অনুপাত + কুঋণ সঞ্চিতি অনুপাত

সকল উপাদান সমান থাকলে প্রত্যেকটি অনুপাত যত কম হবে ব্যাংকটি তত লাভজনক হবে। প্রত্যেকটি অনুপাতকে সমজাতীয় প্রতিযোগী ব্যাংকের সাথে তুলনা করে কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়। খরচের মত আয়কেও বিশদভাবে বিভাজিত করা যায়।

মোট আয় = সুদ আয় + সুদ বহির্ভূত আয় + সিকিউরিটিজ থেকে লাভ ক্ষতি। (উভয় পক্ষকে গড় মোট সম্পদ দ্বারা ভাগ করে)

$$A.U = \left(\frac{TR}{aTA}\right) = \frac{II}{aTA} + \frac{OI}{aTA} + \frac{SG}{aTA}$$

$$\frac{\text{মোট আয়}}{\text{গড় মোট সম্পদ}} = \frac{\text{সুদ আয়}}{\text{গড় মোট সম্পদ}} + \frac{\text{সুদ বহির্ভূত আয়}}{\text{গড় মোট সম্পদ}} + \frac{\text{সিকিউরিটি থেকে লাভ}}{\text{গড় মোট সম্পদ}}$$

AU (সম্পদের ব্যবহার) ব্যাংকের মোট আয় উপার্জন করার ক্ষমতা নির্দেশ করে। AU যত বেশী হবে ব্যাংকের সম্পদ ব্যবহার করে আয় উপার্জন করার ক্ষমতাও তত বেশী হবে।

**সারসংক্ষেপ :**

ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বিশ্লেষণ করার একটি পদ্ধতি হলো ইক্যুইটির মুনাফার হার মডেল। এই মডেল ব্যাংকের মুনাফার পাশাপাশি বিভিন্ন ঝুঁকি, যেমন: ঋণ, তারল্য, সুদের হার, কার্য পরিচালনা ও মূলধন ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। ইক্যুইটির মুনাফার হারের মাধ্যমে ব্যাংকের বিগত বছরের তুলনায় বর্তমান কার্যদক্ষতা ও সমজাতীয় ব্যাংকের তুলনায় ব্যাংকের কার্যদক্ষতা ভাল না খারাপ তা সহজে বিশ্লেষণ করা যায়। ইক্যুইটির মুনাফা হারকে বিভাজন করে ইক্যুইটির গুণক ও সম্পদের মুনাফার হার জানা যায়। সম্পদের মুনাফার হারকে পুনরায় বিভাজিত করে আয় সৃজন ক্ষমতা ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। সম্পদের মুনাফার হার থেকে সম্পদের ব্যবহার খরচ অনুপাত ও কর অনুপাত বের করা যায়।

## পাঠ-২.৪ ব্যাংক ইক্যুইটির বাজার মূল্য সর্বোচ্চকরণ

**Maximizing the Market Value of Bank Equity**

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- কীভাবে ব্যাংকের ইক্যুইটির বাজারমূল্য বৃদ্ধি করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- ইক্যুইটির বাজারমূল্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ও তার কৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন ; এবং
- ক্যামেলস রেটিং (CAMELS RATING) কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

একজন ব্যাংক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা যা শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদের মূল্যকে বৃদ্ধি করে। ফার্মের মূল্য পোর্টফোলিও ঝুঁকি এবং আয়ের প্রোফাইলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রত্যাশিত আয়ের চেয়ে অনুমিত ঝুঁকি যত বেশী হবে, অনুমিত মূল্যতত কম হবে কারণ শেয়ার হোল্ডাররা প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহগুলোকে বাট্টা করে উচ্চ হার দিয়ে। অনুমিত ঝুঁকি যত কম হবে, বাট্টার হার তত কম হবে কিন্তু প্রত্যাশিত নগদান প্রবাহ ও তত কম হবে। যেসব ব্যাংক সক্রিয়ভাবে সাধারন শেয়ার কেনা বেচা করে তারা উদ্ধৃত্ত শেয়ারের দাম এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু বাজার মূল্যের ওপর দৃষ্টিপাত করে কারণ তা ফার্মের মূল্য পরিমাপ করে। শেয়ারের দাম নির্ধারণ করা হয় ঝুঁকির বৈশিষ্ট্যের তুলনায় আয়ের প্রত্যাশা, ঐতিহাসিক এবং পূর্বানুমানকৃত কর্মদক্ষতার বাজারের উপলব্ধি ধারণ করে।

ব্যাংকের ইক্যুটির বাজার মূল্যকে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবস্থাপকরা বিভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে কৌশল অবলম্বন করে যা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রকে অন্তর্ভূক্ত করেঃ

১. সম্পদ ব্যবস্থাপনা (গঠন এবং আকার)
২. দায় ব্যবস্থাপনা (গঠন এবং আকার)।
৩. অফ-ব্যালেন্সশীট কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ।
৪. সুদের হারের পার্থক্য বা মুনাফা/ স্প্রেড ব্যবস্থাপনা।
৫. ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।
৬. তারল্য ব্যবস্থাপনা।
৭. সুদ বহির্ভূত খরচ ব্যবস্থাপনা।
৮. কর ব্যবস্থাপনা।

প্রত্যেক ক্ষেত্রের কৌশলগত সিদ্ধান্ত ব্যাংকের লাভের সাথে সম্পৃক্ত যা সমীকরণ: ৫ এ দেয়া আছে যার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো যথাযথ অর্থায়নের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা এবং বোঝা/ভার নিয়ন্ত্রণ করা যেখানে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকির প্রোফাইল রক্ষা করা হবে। ব্যাংক নিয়ন্ত্রকরা বিধিসংগত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের ফার্ম পরিচালনা করতে সহায়তা করে। ব্যাংকের প্রবিধান/নীতিমালা গুলো করা হয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকি নেয়াকে সীমিত করার জন্য। নিয়ন্ত্রকরা ব্যাংকের সম্পদের কেন্দ্রীভূত করণকে কমানোর জন্য একক ঋণ গ্রহীতার ঋণের আকার ও সীমিত করে দেয়। ব্যাংকের ঝুঁকি পরিমাপ করার জন্য নিয়ন্ত্রকরা নিয়মিতভাবে সম্পদের গুণগত মান পরীক্ষা করে, সম্পদ ও দায়ের মেয়াদের অসমতা তৈরী করে এবং অভ্যন্তরীণ পরিচালন নিয়ন্ত্রণ দেখভাল করে। যদি তারা নির্ধারণ করে যে একটি ব্যাংকের ঝুঁকি বেড়ে গেছে তখন তাদেরকে অতিরিক্ত ইক্যুইটি মূলধন সংগ্রহ করতে বলে। নিয়ন্ত্রকরা ক্যামেলস (CAMELS RATING) নামে একটি রেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ব্যাংকের আয় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উপলব্ধি করার জন্য।

**ক্যামেলস রেটিং (CAMELS RATING)ঃ** রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রকরা প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন করে এবং অনসাইট পরীক্ষা ও মেয়াদী রিপোর্টের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঝুঁকি চিহ্নিত করে। নিয়ন্ত্রকরা সমজাতীয় আর্থিক

প্রতিষ্ঠানের রেটিং সিস্টেম অনুযায়ী বর্তমানে ৬(ছয়)টি সাধারন কর্মদক্ষতায় বিভাজন করে ব্যাংককে মূল্যায়ন করে যা ক্যামেলস (CAMELS) নামে পরিচিতি। প্রত্যেকটি বর্ণ একেকটি নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিকে নির্দিষ্ট করে তা হলো:

C= Capital Adequacy (মূলধন পর্যাপ্ততা)

A= Asset Quality (সম্পদের গুণগত মান)

M= Management Quality (ব্যবস্থাপনার দক্ষতা)

E= Earnings (আয়)

L= Liquidity (তারল্য)

S= Sensitivity to Market Risk (বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা)

মূলধনের উপাদান (C) নির্দেশ করে সকল ধরনের ঝুঁকির বৈশিষ্ট্য ও মাত্রার সাথে প্রতিষ্ঠানের মূলধনের সমানুপাতিক হার রক্ষা করার সক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যা ঝুঁকি নির্ণয়, পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সম্পদের গুণগত মান (A) নির্দেশ করে বিদ্যমান ঋণ ঝুঁকির পরিমাণ যা ঋণ এবং বিনিয়োগ পোর্টপোলিও এর সাথে অফ-ব্যলেন্সসীট কার্যক্রমের সাথে জড়িত। ব্যবস্থাপনার বিভাগ (M) ঝুঁকি নির্ণয়, পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা পর্ষদ এবং অভীজ্ঞ ব্যবস্থাপনার সিস্টেম এবং পদ্ধতির পর্যাপ্ততাকে প্রতিফলিত করে। নিয়ন্ত্রকরা লক্ষ্য অনুযায়ী ঝুঁকি ব্যবস্থা করার জন্য নীতিমালা ও পদ্ধতির অস্তিত্ব এবং ব্যবহারকে গুরুত্ব প্রদান করে। আয় (E) কেবলমাত্র আয়ের পরিমাণ এবং প্রবণতাকে প্রতিফলিত করেনা বরং আয়ের ধারণক্ষমতা অথবা গুণকে প্রভাবিত করার উপাদান সমূহকেও প্রতিফলিত করে। তারল্য (L) প্রতিষ্ঠানের বর্তমান এবং সম্ভাব্য তারল্যের উৎস এবং তহবিল ব্যবহারে ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ততাকে প্রতিফলিত করে। সর্বশেষ, বাজার ঝুঁকির সংবেদনশীলতা (S) সুদের হার পরিবর্তনের মাত্রা, বৈদেশিক বিনিময় হার, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম এবং ইক্যুইটির মূল্য যা বিপরীতভাবে আয় বা অর্থনৈতিক মূলধনকে প্রভাবিত করে তা প্রতিফলিত করে। নিয়ন্ত্রকরা সংখ্যাগতভাবে প্রত্যেকটি ব্যাংককে ছয়টি (৬) টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের সামগ্রিক পরিচালনার ওপর একটি সামষ্টিক রেটিং ঠিক করে থাকে। সর্বোচ্চ (১) থেকে সর্বনিম্ন (৫) পর্যন্ত রেটিং প্রদান করে। সামষ্টিক রেটিং ১ কিংবা ২ একটি ব্যাংকের মৌলিক শক্তি নির্দেশ করে। রেটিং-৩ নির্দেশ করে যে ব্যাংকের কিছু দুর্বলতা রয়েছে যা ঠিক করতে হবে। রেটিং ৪ কিংবা ৫ ব্যাংকের সামষ্টিক সমস্যা নির্দেশ করে যা অতি শ্রীঘ্রই বিপদে পর্যুবসিত হবে।

**সারসংক্ষেপ :**

ব্যাংক ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো সম্পদের সর্বাধিকরন। একজন ব্যাংক ব্যবস্থাপক বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে ব্যাংকের ইক্যুইটির বাজার মূল্যকে বৃদ্ধি করতে চায়। ব্যবস্থাপক কর্তৃক গৃহীত কৌশলের মধ্যে সম্পদ, দায়, অফ-ব্যালেন্সশীট কার্যক্রম, মুনাফা, ঋণ ঝুঁকি, তারল্য, সুদ বহির্ভূত খরচ ও কর ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভূক্ত থাকে। সম্পদ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো যাতে মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে সে জন্য নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ ক্যামেলস রেটিং (CAMELS RATING) চালু করে ব্যাংকের আয় ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উপলব্ধি করার জন্য। ক্যামেলস রেটিং এ ৬-টি নির্দিষ্ট বর্ণ ৬টি নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি নির্দেশ করে। ক্যামেলস রেটিং এ ১ কিংবা ২ মৌলিক সবলতা, ৩ কিছু দুর্বলতা এবং ৪ কিংবা ৫ সামষ্টিক সমস্যা নির্দেশ করে।

# পাঠ-২.৫ আর্থিক বিবরণীর শঠতা/প্রতারনা

## Financial Statement Manipulation

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর শঠতা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ; এবং
- ব্যাংক কোন কোন কৌশল অবলম্বন করে আর্থিক বিবরণীকে শঠতাপূর্ণ করে তা বর্ণনা করতে পারবন ।

ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর উপকারিতা নির্ভর করে তথ্যের গুণমান ও সামঞ্জস্যতার ওপর। আদর্শগতভাবে, ব্যাংক প্রত্যেক বছর একই হিসাব বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরন করবে এবং যেসব ঘটনা পুনরাবৃত্তি হয় না তার প্রভাব দূরে রাখবে। এর ফলে সময়ের ভিত্তিতে ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য করা সহজতর হয়। দুর্ভাগ্যবশত, ব্যাংকের কিছু দফা প্রতিবেদন/বিবৃত করার ক্ষেত্রে অধিক বিচক্ষণতা রয়েছে এবং অস্বাভবিক লেনদেনকে প্রতিকূল ঘটনা বা প্রবণতা থেকে দূরে রাখার ক্ষমতা দেয়া আছে। বিশ্লেষকরা যুক্তিসিদ্ধ তুলনা করার জন্য অস্বাভাবিক পরিবর্তনের প্রভাবকে বাদ দিতে পারবে। ব্যাংক আর্থিক বিবরণীকে শঠতাপূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন কৌশল করে আয়কে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রাথমিকভাবে অনাবর্তক/অস্বাভাবিক লেনদেন, প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে বিবেচনামূলক ব্যাখ্যা, ঋণ চার্জের প্রতিবেদনকৃত বিবেচনামূলক সময়, অফ-ব্যালেন্সশীট এর মত বিশেষ কৌশল এবং হিসাবের পরিবর্তন ব্যবসায়ের আসল পরিচালনগত দক্ষতাকে লুকিয়ে রাখে। এগুলোর নীট প্রভাব মেয়াদ উত্তীর্ণ উদ্ধৃত্তপত্রের পরিমাণ, নীট আয় এবং সম্পর্কিত অনুপাতের মাত্রাকে বিকৃত করে যা সময় এবং সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনাকে কঠিন করে তোলে। অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা অথবা সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালাকে লঙ্ঘন করে না। কিন্তু প্রায়ই প্রতিবেদনের কৌশল পরিবর্তন করে নিম্নোক্ত ভাবে:

**১। অফ ব্যালেন্সশীট কার্যক্রম (Off-Balance Sheet Activities)ঃ** যে সম্পত্তি ও দায় সমূহ প্রতিষ্ঠানের দায় ও সম্পদ হওয়া সত্বেও প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়না তাকে অফ ব্যালান্স শীট আইটেম বলা হয় । যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাদের সম্পদ বা দায়কে উদ্বৃত্তপত্রে উপস্থাপন করে না সম্পদ বা দায়ের অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের জন্য, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাদের আর্থিক বিবরণীকে প্রতারিত করতে পারে। উদ্বৃত্তপত্রে উপস্থাপন না করেও ঐ দফাটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বা দায় হিসেবে থেকে যায়। এনরন (Enron) নামক প্রতিষ্ঠানের কেলেংকারির পর অফ ব্যালেন্সশীট কার্যক্রম জনগনের দৃষ্টিগোচর হয়। অফ ব্যালেন্সশীটের দফাগুলো সম্ভাব্য সম্পদ বা সম্ভাব্য দায় হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের কিছু অফ-ব্যালেন্সশীট দফা আছে যেমন:

১. পরিচালন ইজারা।
২. বিশেষ শর্তে দেনাদারের পাওনা টাকা বিক্রয়।
৩. একত্রীকরণ না করা সম্পূরক প্রতিষ্ঠানের দায়।
৪. লেটার অব ক্রেডিট।

ধরুন, X কোম্পানি Y ব্যাংক থেকে ধার নিলো এই শর্তে যে তারা তাদের ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত বাড়াবে না কিন্তু ঋণের মেয়াদে প্রতিষ্ঠানটির ভারী যন্ত্রপাতি প্রয়োজন যার জন্য তাদের পর্যাপ্ত নগদ অর্থ নেই। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালন ইজারার মাধ্যমে ভারী যন্ত্রপাতিটি সংগ্রহ করতে পারে যা অফ-ব্যালেন্সশীট কার্যক্রম বলে পরিগনিত হবে।

**২। উইন্ডো ড্রেসিং (Window Dressing)ঃ** মিউচুয়াল ফান্ড এবং অন্যান্য পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকরা গ্রাহক বা শেয়ার হোল্ডারদের কাছে তথ্য উপস্থাপনের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের বা পোর্টফোলিওর এর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বছর বা মেয়াদ পূর্বে যে কৌশল অবলম্বন করে তাকে উইন্ডো ড্রেসিং বলে। উইন্ডো ড্রেসিং এ তহবিল ব্যবস্থাপক বড় অংকের ক্ষতির শেয়ার

বিক্রয় করে দেয় এবং মেয়াদ বা বছর শেষের পূর্বে অধিক লাভজনক শেয়ার ক্রয় করে থাকে। উইন্ডো ড্রেসিং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপকরা মেয়াদ বা বছর শেষে প্রতিষ্ঠানের অনুকূল ফলাফল প্রদর্শণ করার জন্য আর্থিক বিবরণীকে প্রতারিত করে থাকে। যদিও উইন্ডো ড্রেসিং অবৈধ, অনৈতিক এবং কিছুটা অসৎপন্থী যা বিনিয়োগকারীকে বিভ্রান্ত করে থাকে ব্যাংক কোম্পানি গুলো উইন্ডো ড্রেসিং এর মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীকে প্রতারিত করে থাকে। ধরুন, X ব্যাংক তার বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করতে চায়। তাই মেয়াদ বা বছর শেষ হবার পূর্বে ব্যাংকটি তার আর্থিক বিবরণীতে বিশাল অংকের ক্ষতি হওয়া শেয়ারের বিনিয়োগ ক্রয় করে দিয়ে অধিক লাভজনক শেয়ারে বিনিয়োগ করল যা তার আর্থিক বিবরণীর চিত্রকে সুন্দর ও সাবলীল করল যেটি উইন্ডো ড্রেসিং নামে বিবেচিত।

**৩। অগ্রাধিকার শেয়ার (Preference Share)ঃ** নিয়ন্ত্রক দ্বারা ইক্যুইটি মূলধন রাখার যে বিধান সেটি ব্যাংক পূরণ করতে পারে অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে। অগ্রাধিকার শেয়ারে ব্যাংককে সুদ প্রদান করতে হয় না বরং শুধু মুনাফা হলে যে লভ্যাংশ সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদেরকে দিতে হতো সেখান থেকে লভ্যাংশ দিতে হয়। যে ব্যাংক অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যবহার করে তারা (NIM,NI, ROE,ROA) নীট সুদ মুনাফা, নীট আয়, ইক্যুইটির ওপর মুনাফা, সম্পদের ওপর মুনাফাকে বাড়িয়ে দেখায়। তাছাড়া প্রকৃত স্থায়ী চার্জের বিপরীতে মুনাফা বেশী দেখায় অন্যান্য ব্যাংকের চেয়ে যারা অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করেনা। ব্যাংক অগ্রাধিকার শেয়ার বেশী মাত্রায় ইস্যু করার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীকে প্রতারিত করতে পারে।

**৪। খেলাপী ঋণ (Default Loan)ঃ** ঋণকে তখনই খেলাপী বলা যাবে যখন তার কিস্তি বকেয়া থাকবে, অথবা পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ পরিবর্তন করা হবে। বকেয়া মানে ব্যাংক ঋণের ওপর সকল সুদ বাদ দিয়েছে যা রেকর্ড করা হয়েছে কিন্তু আদায় করা হয়নি। যখন ঋণের কিস্তি পরিশোধ ৯০দিন পেরিয়ে যায় তখন ব্যাংক সাধারনত বকেয়া সুদ দেখানো বন্ধ করে দেয়। পুনর্বিন্যাসকৃত ঋণের মেয়াদ একেক দেশে একেক রকম হয়ে থাকে। আর্থিক বিবরণীর মেয়াদান্তে অধিকাংশ ব্যাংক যে সব ঋণের আদায় ৯০দিন পর্যন্ত বকেয়া আছে তা আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শণ করে না। এই ধরনের চর্চার প্রভাব আর্থিক বিবরণীতে দু'ভাবে পড়ে। প্রধমত, উদ্বৃত্তপত্রে খেলাপী ঋণ কম দেখানো হয় যাতে ঋণের ঝুঁকি কম প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয়ত, ঋণের সুদ বকেয়া আছে কিন্তু আদায় করা হয়নি ফলে নীট সুদ আয় বেড়ে যায় যা নীট সুদ মুনাফা, সম্পদের ওপর মুনাফাকে ইক্যুইটির ওপর মুনাফা অতিমূল্যায়ন করে থাকে। অধিকাংশ ব্যাংক খেলাপী ঋণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক বিবরণীকে প্রতারিত করে।

**৫। কু-ঋণ সঞ্চিতি (Provision for Bad Debt)ঃ** ব্যাংক কু-ঋণ থেকে মূলধনের ঘাটতি কমানোর জন্য কু-ঋণ সঞ্চিতি সৃষ্টি করে যা আর্থিক প্রতিবেদনকে বিকৃত করে। করের দিক বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সর্বোচ্চ সঞ্চিতি এবং কতটুকু কু-ঋণ এর জন্য রাখা যাবে তা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কু-ঋণ সঞ্চিতি বাবদ কত পরিমাণ অর্থ রাখবে এবং আর্থিক বিবরনীতে কত দেখাবে তা নিজেরা র্নিণয় করে। কোন কোন সময় ব্যাংক সঞ্চিতি কমিয়ে দেখানোর মাধ্যমে কু-ঋণ সঞ্চিতিকে অবমূল্যায়ন করে যা আয়কে বাড়িয়ে দেয়। এভাবে কু-ঋণ সঞ্চিতি কম/বেশী দেখিয়ে আয়কে অবমূল্যায়ন/অতি মূল্যায়ন করে ব্যাংক আর্থিক বিবরনীকে প্রতারিত করে।

**৬। সিকিউরিটিজ হতে লাভ ও ক্ষতি (Gain/Loss from Securities)ঃ** ব্যাংক বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগযোগ্য সিকিউরিটিজ কিনে থাকে। ব্যাংক মেয়াদ পর্যন্ত ধরে রাখার জন্য, কেনা-বেচা করার জন্য বা বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটিজ কিনে থাকে। মেয়াদ পর্যন্ত ধরে রাখা সিকিউরিটিজ গুলো উদ্বৃত্তপত্রে অবলোপনকৃত খরচে লিপিবদ্ধ করে। ক্রয় বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটিজ গুলো সুদের হার উঠা নামা এবং মূল্যের পরিবর্তন হবে বলে কেনা হয়। এই সিকিউরিটিজ গুলো উদ্ধৃত্ত পত্রে বাজার মূল্যে রেকর্ড করা হয় এবং আয় বিবরণীতে আনাদায়ী লাভ (ক্ষতি) হিসেবে রেকর্ড করা হয়। অন্যসব সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য করা হয় যা উদ্ধৃত্তপত্রে স্টকহোল্ডারদের ইক্যুইটির পরিবর্তনের সাথে সিকিউরিটিজের অনাদায়ী লাভ (ক্ষতি) পরিবর্তন সাপেক্ষে বাজারমূল্যে রেকর্ড করা হয়। এই সব সিকিউরিটিজ হতে লাভ বা ক্ষতি আয় বিবরণীতে দেখানো হয় না। ব্যাংক কোম্পানি গুলো সিকিউরিটিজের ধরন এবং মেয়াদের তারতাম্য ঘটিয়ে আর্থিক বিবরণীকে প্রতারিত করতে পারে।

**৭। এককালীন সম্পদের বিক্রয় (Sale of one time asset) ঃ** ব্যাংক এককালীন সম্পদ বিক্রি করে আয়কে বেশি দেখাতে পারে। অধিকাংশ বিক্রয় ঋণ বিক্রয়, রিয়েল এস্টেট, অধীন কোম্পানি, ইজারা সম্পদ বা লুকায়িত সম্পদ বিক্রয় করে যা ব্যাংক ঋণ পূনর্বিন্যাসের এবং অবলোপনের সময় করে। অধিকাংশ সম্পদ অনেক কম মূল্যে রের্কড করা হয় যা প্রচুর আয় উপার্জন করতে পারে যদি সমস্যাকৃত গ্রাহকের অবস্থার উন্নতি হয়। এককালীন সম্পত্তি যা বার বার সংঘঠিত হয় না এর লাভ বা ক্ষতি ব্যাংকের আয়কে প্রভাবিত করে। অধিকাংশ ব্যাংক এককালীন সম্পদ বিক্রয় দেখিয়ে ব্যাংকের আয়কে প্রভাবিত করে যা ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীকে প্রতারিত করে।

**সারসংক্ষেপ :**

ব্যাংকসমূহ তথ্যের গুনগত মান ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে আর্থিক বিবরণী তৈরী করবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু দফা, প্রতিবেদন বিবৃত করার ক্ষেত্রে ব্যাংককে নিজস্ব কিছু বিচক্ষনতা প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহ প্রায়শই আয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীকে শঠতাপূর্ণ করে থাকে। এর ফলে সমজাতীয় ব্যাংকের সাথে তুলনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যাংকগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বা হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালাকে লঙ্গন করে না কিন্তু প্রতিবেদনের কৌশল পরিবর্তন করে থাকে। ব্যাংকগুলো অফ-ব্যালেন্সশীট কার্যক্রম, উইন্ডো ড্রেসিং, অগ্রাধিকার শেয়ার, খেলাপী ঋণ ও কুঋণ সঞ্চিতি, সিকিউরিটিজ থেকে লাভ/ক্ষতি, এককালীন সম্পদের বিক্রয়ের মতো বিভিন্ন প্রতিবেদন কৌশলে পরিবর্তনের মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীকে শঠতাপূর্ণ করে তোলা।

**রেফারেন্স বইসমূহ**


- Timothy W. Koch, S. Scott MacDonald, Bank Management, South-Western Cenage Learning, USA
- Peter S. Rose, Commercial Bank Management, Irwin/McGraw-Hill,USA.
- Paul F.Jessup, Bank Management, Holt, Rinehart & Winston, 1969.
- Dr. A R Khan, Bank Management: A Fund Emphasis, Brother’s Publications.

## ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

(১) আর্থিক বছর শেষে ব্যাংকগুলো কী কী আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে তা উল্লেখ করুন।
(২) ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্রে কী কী বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয় তা আলোচনা করুন।
(৩) "ব্যাংকের লাভ লোকসান হিসাব অন্য সব ব্যবসায়ের লাভ লোকসান হিসাব থেকে আলাদা" –উক্তিটির স্বপক্ষে যুক্তি দিন।
(৪) ব্যাংকের নগদ প্রবাহ বিবরণীতে কী কী বিষয় উল্লেখ থাকে আলোচনা করুন।
(৫) "ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্র ও আয় বিবরণী পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত"–ব্যাখ্যা করুন।
(৬) ব্যাংকের ইক্যুইটির মুনাফার হার মডেলটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
(৭) ROE (ইক্যুইটির মুনাফার হারকে) বিভাজিত করলে কোন দুইটি উপাদান পাওয়া যায়? আলোচনা করুন ।
(৮) ROA (সম্পদের মুনাফার হারকে) ৩টি অংশে বিভাজিত করে প্রত্যেকটি অংশের বর্ণনা করুন।
(৯) ব্যাংক কীভাবে ইক্যুইটির বাজারমূল্য সর্বোচ্চকরণ করে থাকে?
(১০) ব্যংকের ইক্যুইটির বাজারমূল্যকে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপকরা কোন কোন ক্ষেত্রকে অন্তর্ভূক্ত করে? আলোচনা করুন।
(১১) ক্যামেলস রেটিং (CAMELS RATING) কী?
(১২) ক্যামেলস রেটিং এর বিভিন্ন স্কোর কী নির্দেশ করে?
(১৩) আর্থিক বিবরণীর শঠতা বলতে আপনি কী বুঝেন?
(১৪) ব্যাংক কোন কোন প্রতিবেদনের কৌশলের পরিবর্তনের মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীকে শঠতাপূর্ণ করে তোলে?
(১৫) উইন্ডো ড্রেসিং কী?
(১৬) অফ-ব্যালেন্সশীট কার্যক্রম বলতে আপনি কী বুঝেন?
(১৭) কু-ঋণ সঞ্চিতি কী?
(১৮) অগ্রাধিকার শেয়ার, খেলাপী ঋণ, সিকিউরিটিজ থেকে লাভ/ক্ষতি, এককালীন সম্পদের বিক্রয় কৌশলের মাধ্যমে কীভাবে আর্থিক বিবরণীকে প্রভাবিত করে? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।